R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

CEMENT CEMENT
Boral Hardware
Raghunathganj
Bazarpara
Phone : 66854
Stockist :
A. C. C. * L. & T.
RAYMOND *AMBUJA
M. C. C. * BIRLA

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ ২৫শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে কার্তিক, বুধবার, ১৪০৫ সাল। ১১ই নভেম্বর, ১৯৯৮ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক ৪০ টাকা

রঘুনাথগঞ্জে গঙ্গার পরিস্রুত জল প্রকল্প বাতিল, বসছে গভীর নলকূপ

পুরপতি নাগরিক কনভেনশন ডাকছেন

বিশেষ প্রতিবেদক : বহু টালবাহানার পরও রঘুনাথগঞ্জ পারের ৮টি ওয়ার্ডের পুরবাসীদের গঙ্গার পরিস্রুত জল পেতে আরও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে। বিশাল ব্যয়ের কারণ দেখিয়ে রঘুনাথগঞ্জ পারে পৃথক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসানো থেকে পিছিয়ে এল রাজ্য সরকারের পরামর্শক্রমে জঙ্গীপুর পুরসভা। পরিবর্তে বসছে শহরের তিনটি কেন্দ্রে গভীর নলকূপ। সেই নলকূপের জলকে হাসপাতাল মোড়ের ট্যাংকে তুলে ব্লিচিং দিয়ে শোধন করে শহরে সরবরাহ করা হবে। পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান, এই জল ব্যবস্থা আগামী ৪/৫ মাসের মধ্যেই চালু করা যাবে যেখানে যেখানে পাইপ লাইন বসেছে। অর্থাৎ শহরের হাসপাতাল মোড়ে পান্ডের বাগান থেকে শুরু করে ফুলতলা, বাজারপাড়া, থানা রোড, পন্ডিত প্রেস মোড় হয়ে ফাঁসিতলার গার্লস স্কুল মোড় থেকে পন্ডিত বাগানের সামনে দিয়ে ম্যাকেঞ্জী রোড পর্যন্ত অঞ্চলেই প্রথম জল সরবরাহ শুরু হবে। ফাঁসিতলা থেকে বালিঘাটা ও প্রতাপপুর কলোনীর মতো নতুন এলাকাগুলিকে জল পেতে ভাগীরথীতে সেতু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। পুরপতি এও জানান—রঘুনাথগঞ্জের যেটুকু অঞ্চলে জল সরবরাহ হবে সেই সব অঞ্চলসহ জঙ্গীপুরের পুরো (৩য় পৃষ্ঠায়)

রঘুনাথগঞ্জ—কলকাতা রুটের সব বাস অনিয়মিত চলাচল করায় যাত্রীরা বিপাকে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ—কলকাতা রুটের সরকারী-বেসরকারী সব বাসই কিছুদিন থেকে চরম অনিয়মিতভাবে চলাচল করছে বলে যাত্রীদের অভিযোগ। জানা যায়, এই রুটের সকালের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাসটি বহুদিন নাই। ঐ সংস্থারই কলকাতা রুটের একটি বাস দুপুর ১ টায় ফুলতলা থেকে ছাড়তো। তাও বেশ কয়েক মাস থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের কলকাতাগামী সকালের বাসটিও কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ। ঐ সংস্থার একটি বাস রঘুনাথগঞ্জ—বারাসত রুটে দুপুরে ফুলতলা থেকে ছাড়তো, সেটিও উঠে গেছে। সরকারী বাস বলতে একমাত্র যেটি কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণের আছে তা যথেষ্ট অনিয়মিত। মাসে ১০-১২ দিনের বেশী চলে না এবং সকালে ফুলতলা থেকে ছাড়বারও কোন নির্দিষ্ট সময় মানে না। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার কলকাতা অফিসে যোগাযোগ করে কয়েকজন যাত্রী জানতে পারেন, রঘুনাথগঞ্জ—কলকাতা রুট চালু থাকলেও বাসের অভাবে নিয়মিত ঐ লাইনে বাস চালু রাখতে পারেন না। অন্যদিকে কলকাতাগামী বেসরকারী 'দয়াময়ী' বাসটির গতিবিধিও যাত্রীদের অনুমান করা কঠিন। কারণ সেটি কলকাতা থেকে ছেড়ে প্রায়ই বহরমপুর এসে আর রঘুনাথগঞ্জ আসে না। কারণ দেখায় বাস খারাপ। ফলতঃ পরদিনও সেটা সকালে রঘুনাথগঞ্জ থেকে না ছেড়ে বহরমপুর থেকে ছেড়ে চলে যায়। জানা যায় ঐ বাসের মালিক ও ষ্টাফ সবাই বহরমপুরের হওয়ায় মাঝে মাঝেই (শেষ পৃষ্ঠায়)

মুনিরিয়া হাইমাদ্রাসা উচ্চ মাধ্যমিকে উন্নীত, সমস্যা থেকে গেল রঘুনাথগঞ্জের মেয়েদের

জঙ্গীপুর : ৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের জঙ্গীপুর মুনিরিয়া হাইমাদ্রাসা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের প্রভিসনাল অনুমোদন পেল। বর্তমানে ঐ মাদ্রাসায় উচ্চ মাধ্যমিকের জেনারেল স্ট্রিম কোর্সের বিষয়সমূহই থাকবে বলে ওয়েষ্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারী এডুকেশনের এক পত্র (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুর চত্বরে জল পাম্পের কাছ থেকে ১৫/১৬টি বোমা উদ্ধার, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুর দপ্তর লাগোয়া জল পাম্পের কাছ থেকে গত ৩ নভেম্বর রাতে ১৫/১৬টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। খবর, ঐ দিন রাত ৯টা নাগাদ দু'জন অপরিচিত ছেলেকে নিয়ে ১৯ নং ওয়ার্ডের লালু প্রামাণিক নামে এক যুবককে পুরসভার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখে কয়েকজন সন্দেহবশতঃ (শেষ পৃষ্ঠায়)

দেওরের গুলিতে বৌদির মৃত্যু দু'জন গ্রেপ্তার

আহিরণ : সুতী ১ নং ব্লকের ললিহা গ্রামের হরিপদ মন্ডলের স্ত্রী অনিতা (২৪) গত ২ নভেম্বর গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। গ্রামের বিরোধী পক্ষের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে বলে অনিতার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ ঐ গ্রামের সুভাষ দাসকে গ্রেপ্তার করে। পরে পুলিশী তদন্তে আসল (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ডি ডি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে কার্তিক বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ বিদ্যুৎ বন্ধ ও চালু ॥

গত ১১ই অক্টোবর হইতে এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিয়া এই রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। কুড়ি দিন পর গত ৩১শে অক্টোবর হইতে সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সেই বিদ্যুৎ বর্তমানে পাইতেছে।

এনটিপিসি হইতে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, সিকিম ও ডিভিসিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ইহার দরুন এনটিপিসি-র বকেয়া প্রাপ্য ৩০০০ কোটি টাকার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রাপ্য ৭১৫ কোটি টাকা। খবরে প্রকাশ যে, এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ টাকা পরিশোধ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিলেও কোনও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া না যাওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ রাখিতে হয়। পরে বিহার ও উড়িষ্যা সরকার বকেয়া টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিলেও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে প্রথমদিকে নাকি কোনও প্রতিশ্রুতি মিলে নাই। ফলে এই রাজ্য ফরাক্কার তাপবিদ্যুৎ হইতে বঞ্চিত ছিল।

কিন্তু কুড়ি দিন পর অনিশ্চয়তার জট খুলিয়াছে। এখন এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ এই রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে রাজী হইয়াছেন। স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে, এই রাজ্য হইতে এনটিপিসি'র প্রাপ্য বকেয়া ৭১৫ কোটি টাকা পরিশোধের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। সেই প্রতিশ্রুতি কী অথবা কেমনভাবে এনটিপিসি'র বকেয়া প্রাপ্য পরিশোধ করা হইবে, তাহা সাধারণ মানুষ ততটা জানিতে না পারিলেও একটা বিষয় জানা গিয়াছে যে, বিদ্যুৎ-কর আরও বাড়িবে। অর্থাৎ এখন যে হারে বিদ্যুৎ খরচের জন্য রাজ্যবাসীকে টাকা দিতে হইতেছে, তাহা আরও বাড়িয়া যাইবে।

দ্রব্যমূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎকর বাড়িবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। চাল, ডাল, তেল, লবণ, আনাজপত্র ও অন্যান্য ভোগ্য-পণ্য মাত্রাতিরিক্ত দরের তিলক পরিয়াছে; সেখানে বিদ্যুৎ দরবৃদ্ধির দাবী অবশ্যই করিতে পারে। সরকারী, আধাসরকারী কর্মচারীদের বিশাল বেতন বৃদ্ধিতে বিদ্যুতের দাবী মিটান কষ্টকর নহে। কষ্টকর সাধারণ মানুষের পক্ষে যাঁহারা এই বেতনভোগী নহেন। এখন বিদ্যুৎকর বৃদ্ধির দ্বারা এনটিপিসি'র বকেয়া পাওনা যদি পরিশোধ করা হয়, তবে তাহা অবশ্যই দুঃখজনক। কারণ বিদ্যুৎভোক্তা জন-সাধারণ তাঁহাদের বিদ্যুৎ খরচের দরুন টাকা ইতিপূর্বে মিটাইয়া দিয়াছেন। আশা করা যায় যে, অন্য কারণে বিদ্যুৎকর বাড়িতেছে এবং তাহা নিশ্চয়ই সঙ্গত কারণ। বিদ্যুৎ-নির্ভর শিল্পোৎপাদিত জিনিসের দাম আরও বাড়িবে। ভবিষ্যৎ-চিত্র ভবিষ্যতে প্রকাশ্য।

পিঁয়াজের পরিবর্তে কথা

দিল্লী সরকারের দেখাদেখি রাজ্য সরকার যেদিন প্রথম বিদেশ হইতে পিঁয়াজ আমদানী করিয়া রেশন দোকানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে সস্তায় পিঁয়াজ খাওয়াই-বার কথা ঘোষণা করেন, সেদিন পিঁয়াজ সেবিগণের জিহ্বায় জল আসিয়াছিল কী না জানি না, তবে বর্তমানের পনের টাকায় আড়াইশত গ্রাম (রাজ্যের গড় দাম) এর পরিবর্তে চারগুণ অর্থাৎ একই মূল্যে এক কিলোগ্রাম পিঁয়াজ ক্রয়ের আশায় পুলকিত হইয়াছিলেন অনেকেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ঠিক তাহার বিপরীত অর্থাৎ কী না শুধুই কথার কথা। পিঁয়াজ তো আসিলই না, এখনও বা কখনও আসিবে কী না ঠিক নাই, এখন আবার টেন্ডারের কথা শুনা যাইতেছে।

পিঁয়াজের দাম বাড়ার সময় হইতে অদ্যাবধি পিঁয়াজ লইয়া অনেক কথা অনেকেই বলিতে শুরু করিয়াছেন। তাহার জন্য মূল্যবৃদ্ধি কিন্তু থামিয়া থাকে নাই। আমদানীর কথা বলার আগে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শরিক দলগুলি তো ভাবিয়াই পান নাই কীভাবে আন্দোলন শুরু করিবেন। ১৯৫২ সালের মত, নাকি ১৯৬৭-৬৯ সালের মত? ভোগবাদ এই সমস্ত সর্বহারাদের একুশ বৎসরে এমন জায়গায় পেঁছাইয়া দিয়াছে যে, আন্দোলনও তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধি পাইয়াছে কথার আন্দোলন।

ভারতবর্ষের সর্বত্র পিঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধির প্রচার (এখানেও কথা!) এত ব্যাপক হইয়াছে যে, সুদূর লন্ডনেও লগ্নীকারি-গণের পিঁয়াজ লইয়া উদ্বেগ প্রকাশের সংবাদ জানা গিয়াছে। বেশী দামে ক্রয় করিয়া কম দামে বিক্রীর ভন্ডামিও কলকাতায় দেখা গিয়াছে। তৃণমূল নেত্রী এটা-ওটা-সেটা বলিতে বলিতে পিঁয়াজ লইয়া কথার তোপ দাগিয়া দিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী তনয়ের দিকে। ইহার ফলেই আমদানীর ক্ষেত্রে আসিয়াছে টেন্ডার প্রসঙ্গ।

কিন্তু এই প্রসঙ্গেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মত থাকিলেও দুই মন্ত্রীর বিরোধের ফলে পিঁয়াজ আমদানী অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। এই সময় মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটকের নতুন পিঁয়াজ এই রাজ্যের বাজারে আমদানীর আশায় একজন রওনা হইয়া গিয়াছেন। অপরদিকে শনিবার টেন্ডার ডাকা হইয়াছে। সুতরাং পরিস্থিতি অপরিবর্তনীয়। বর্তমানে দাম কিছুটা কমিয়াছে ঠিকই কিন্তু তাহা এখনও নাগালের বাহির। পিঁয়াজের পরিবর্তে কথার মারপ্যাঁচ খাইতে খাইতে এই রাজ্যে নূতন পিঁয়াজ উঠিবার সময় হইয়া যাইবে এবং দাম আপনা আপনিই কমিয়া যাইবে।

ধুলিয়ান পুরসভার একটি ওয়ার্ডে উপনির্বাচন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান পুরসভার ২নং ওয়ার্ডের সিপিএম কাউন্সিলার আতাউর রহমান (গামা) সাম্প্রতিক বন্যায় বিদ্যুৎ পৃষ্ঠে হয়ে মারা যান। ঐ ওয়ার্ডে আগামী ২৯ নভেম্বর উপনির্বাচন হচ্ছে। ওখানে সিপিএমের প্রার্থী হয়ে এবার সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন প্রয়াত কাউন্সিলার আতাউরের ভাই মনিরুল রহমান কংগ্রেস প্রার্থী মনসুর রহমানের বিরুদ্ধে। গত নির্বাচনে এই ওয়ার্ডে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস প্রার্থী ১৬৭ ভোটে পরাজিত হন। নির্দল প্রার্থী পান ২৭৫ ভোট। উল্লেখ্য, দীর্ঘ ৩০ বছর ঐ ওয়ার্ডটি কংগ্রেসের দখলে থেকে গত নির্বাচনে হাত ছাড়া হয়ে যায়। এবার আবার কংগ্রেসের দিকে পাল্লা ভারী বলে জানা যায়।

এস এফ আই-এর সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২৭ অক্টোবর স্থানীয় সদরঘাট পুর লজে এসএফআই-এর জঙ্গীপুর জোনাল কমিটির সম্মেলন হয়ে গেল। সেখানে ২২ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হ'ন দেবাশীষ ব্যানার্জী ও সম্পাদক কাজী খাইরুল আহাসান।

ফতেখাঁর জঙ্গল মসজিদে চুরি

জঙ্গিপুর ঃ গত ৩ নভেম্বর রাতে ফতেখাঁর জঙ্গল মসজিদ থেকে একটি দেওয়াল ঘড়ি, একটি মাইকের এমপ্লিফায়ার ও মাইক্রো-ফোনটি চুরি গিয়েছে। কে বা কারা একাজ করেছে আজ পর্যন্ত জানা না গেলেও, এই মসজিদ থেকে চুরি যাওয়ার ঘটনা নতুন নয়। পাশাপাশি দুই সম্প্রদায়ের বসবাস বলে উভয়ে উভয়কে সন্দেহ করে।

পুরপতি কনভেনশন ডাকছেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

মিউনিসিপ্যাল এলাকার ঘরে ঘরে জলের সংযোগ দেওয়া হবে। সেতু তৈরী হলে জঙ্গীপুর পার থেকে রঘুনাথগঞ্জে পাইপ লাইন এনে সব এলাকাতে তখন জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যাপারে পুরপতি পুরসভায় এমাসের শেষের দিকে সর্বদলীয় এক নাগরিক কনভেনশন ডেকে তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে পুরবাসীদের সহযোগিতার আশা রাখছেন। সম্প্রতি পুরসভায় এক বৈঠকে সমস্ত দলীয় ও বিরোধী কমিশনারদের এ সিদ্ধান্তের কথা জানালে কোন পক্ষ থেকেই কোন আপত্তি ওঠেনি বলে পুরপতি জানান। তিনি আরও জানান, সমগ্র জঙ্গীপুর পুর এলাকায় জল প্রকল্পের কাজ বহুদিন পূর্বেই শুরু হয়েছিল। শুরুতে প্রাক্তন কংগ্রেসী কমিশনার সূর্যনারায়ণ ঘোষালের অসহযোগিতায় কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। মাঝখানে বামফ্রন্ট পুরসভায় ক্ষমতায় ছিল না। এভাবে পরিকল্পনার দীর্ঘ বিলম্বের কারণে প্রকল্প ব্যয় ফুলে ফেঁপে গেছে। বর্তমানে সেতুর জন্য সরকার যে টাকা ব্যয় করবে তারপর একই পুরসভার মধ্যে দুটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসানোর ব্যাপারে অনুদান মিলবে না। তাই রাজ্য কোঅপারেটিভ বা ডব্লু বি এফ সি থেকে যে ৩০ শতাংশ ঋণ পাওয়া যাবে তাছাড়া রাজ্য সরকারের অনুদান ৩০ শতাংশসহ পুরসভার ৪০ শতাংশ মিলে সাড়ে তিন কোটি টাকা পুরসভার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব বলে পুরপতি জানান। এ ব্যাপারে গত ২৭ অক্টোবর কলকাতায় নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এ জনস্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী গৌতম দেব ও পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তরের পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে পুরপতির সবিস্তার আলোচনার পর গত ৬ নভেম্বর জঙ্গীপুর পুরসভায় পি এইচ ই-র সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ারের এক বৈঠক হয়। ঠিক হয় গভীর নলকূপের সাহায্যে রঘুনাথগঞ্জে ৪/৫ মাসের মধ্যেই জল চালু করা যেতে পারে। তাতে ব্যয় হবে ২০-২২ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে ৮ লক্ষ টাকা পুরসভা এখনই জনস্বাস্থ্য দপ্তরকে দেবে কাজের জন্য। সেতু তৈরী হলে তখন রঘুনাথগঞ্জের বাকী অংশে পাইপ লাইনের কাজ শুরু হবে। উল্লেখ্য সেতুর শিলান্যাস হয় ফেব্রুয়ারী '৯৬-এ। জঙ্গীপুর পারে জল প্রকল্পের উদ্বোধন হয় ১৬ অক্টোবর '৯৬। সেই সময় জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী গৌতম দেব জানান, অসমাপ্ত প্রকল্পকে সরকার সমাপ্ত করতে অগ্রাধিকার দেবে। এ ছাড়া সারা মুর্শিদাবাদ জেলায় বিশেষতঃ জঙ্গীপুর মহকুমায় নলকূপের জলে কোথাও বেশী, কোথাও কম আর্সেনিক মিলেছে। তাই রঘুনাথগঞ্জেও ঐ ধরনেরই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসানোর অঙ্গীকার করেন পুরপতিসহ খোদ মন্ত্রী। বর্তমানে সরকার বলছে সেতু যখন হবে তখন আর দুটো ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের বিশাল খরচ বহন করা যাবে না। এধরনের পরস্পর স্ববিরোধী বক্তব্যকে কার্যত মেনে নিয়েই পুরপতি মৃগাঙ্কবাবু বলেন, বর্তমানে প্রকল্প শেষ করতে যে এত টাকার বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপবে তা অনুমান করা যায়নি। জঙ্গীপুরে প্রকল্প শেষ করতেই খরচ হয়ে গেছে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা।

অন্যদিকে জঙ্গীপুর পারে পরিস্রুত জল প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকেই একশ্রেণীর মানুষ রঘুনাথগঞ্জের উচ্চবিত্তদের মধ্যে চড়া দামে জল বিক্রি অব্যাহত রেখেছে। তারা বাড়ী পিছু প্রত্যেকদিন ৫ লিটার জল দিয়ে মাসে রোজগার করছে তিন-চার হাজার টাকা। এব্যবস্থাকে আরও দীর্ঘায়িত করল জঙ্গীপুর পুরসভা বলে রঘুনাথগঞ্জের মানুষ স্বভাবতই ক্ষুব্ধ। এছাড়া দীর্ঘদিন পূর্বে রঘুনাথগঞ্জে যে পাইপ বসানো হয়েছিল তার অবস্থা বর্তমানে কেমন তা অজ্ঞাত। কারণ এর মধ্যেই জঙ্গীপুর পারের পাইপ লাইনের জায়গায় জায়গায় লিক হওয়ার অভিযোগ আসছে। উদ্বোধনের পর থেকে জঙ্গীপুর পারে একমাত্র পুরপতির বাড়ীতেই পরিস্রুত জলের সরবরাহ চালু আছে। মৃগাঙ্কবাবুর মতে সেটা পি এইচ ই দপ্তর টেস্টের জন্য করেছিল, যা আজও অব্যাহত আছে।

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

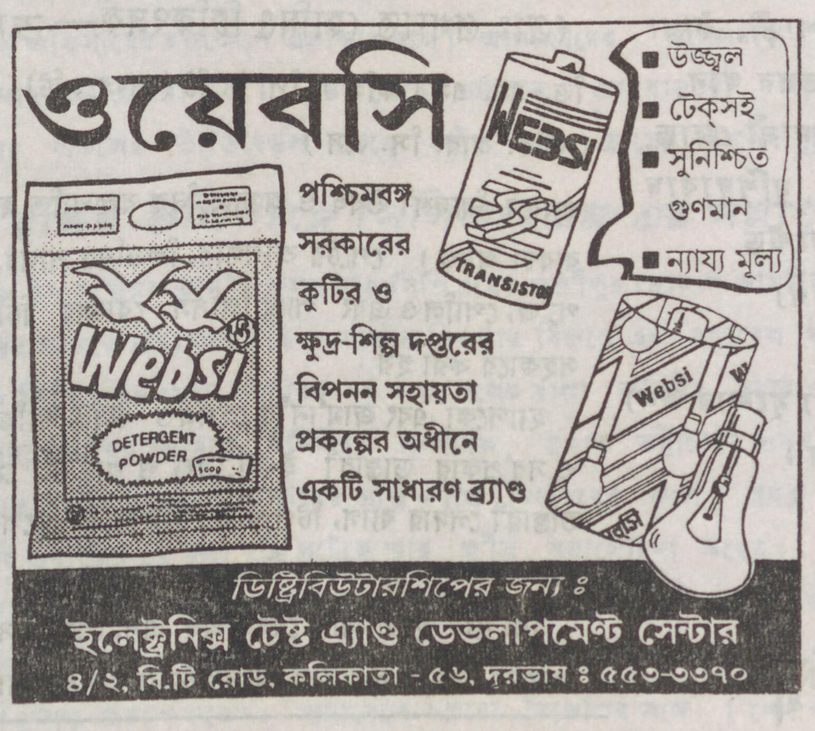

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার) বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

কংগ্রেসের আইন অমান্য

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৬ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ-১ ও ২ নং ব্লকের পক্ষ থেকে এবং বিধায়ক হবিবুর রহমানের নেতৃত্বে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে স্থানীয় থানার সামনে প্রদেশ কংগ্রেসের আহ্বানে আইন অমান্যের ডাক দেওয়া হয়। শহর পরিক্রমা করে কংগ্রেসের মিছিল থানার সামনে এক বক্তৃতা সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন হবিবুর রহমান ছাড়া ১ ও ২ নং ব্লকের সভাপতি যথাক্রমে অরুণ সরকার, জয়কুমার জৈন প্রমুখ। ১৫০০ কংগ্রেস কর্মী আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করেন ও পরে ছাড়া পান। গত ৮ নভেম্বর ঐ একই ইস্যুতে সিপিআই দলের কৃষক সভা শহরে একটি ক্ষুদ্র প্রতিবাদ মিছিল বার করে।

বৌদির মৃত্যু (১ম পৃষ্ঠার পর)

রহস্য ফাঁস হয়ে যায়। জানা যায় অনিতার দেওর সুর্য মন্ডল (১৯) তাঁর বেআইনী পিস্তল পরিষ্কার করার সময় অসাবধানবশতঃ পিস্তল থেকে গুলি বার হয়ে অনিতাকে বিদ্ধ করে। অনিতা ঘটনাস্থলে মারা যান। পুলিশ গত ৯ নভেম্বর সুর্যকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেয়।

যাত্রীরা বিপাকে (১ম পৃষ্ঠার পর)

বহরমপুরে বাসের যাত্রা শেষ করে দেন। গত ৩০ অক্টোবর ঐ বাসটি যাত্রীদের কাছে কলকাতা থেকে রঘুনাথগঞ্জের টিকিট কেটেও রাত প্রায় ৯টা নাগাদ বহরমপুরে যাত্রীদের ভাড়া ফেরৎ দিয়ে নামিয়ে দেয় বলে ঐ বাসের কয়েকজন যাত্রী অভিযোগ করেন। রাতে মাঝ রাস্তায় মহিলা, শিশু ও মালপত্র নিয়ে যাত্রীদের নাজেহাল হতে হয়। অন্যদিকে সকালের কোন কলকাতাগামী বাস না থাকার ফলে বহরমপুর গিয়ে ভাগীরথী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ধরাও যাত্রীদের পক্ষে সম্ভব হয় না। নিরুপায় যাত্রীদের মাঝে মধ্যে ট্রেকারে ভাগীরথী ধরতে বহরমপুর গেলে মাথাপিছু ৫০ টাকা গুণতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে মুর্শিদাবাদের আর টি ওর কোন ভূমিকা আছে কি ?

বোমা উদ্ধার, গ্রেপ্তার এক (১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ লালুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসে। বাকী দুজন গা ঢাকা দেয়। পুলিশের কাছে লালু জল পাম্পের কাছে ১৫/১৬টি বোমা ও একটি সিঁদকাঠি লুকিয়ে রাখার কথা জানায়। পুলিশ ওগুলো উদ্ধার করে ও লালুকে গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুরে চালান দেয়। নাইট গার্ড থাকা সত্বেও ঐ তিনজন কি ভাবে পুর চত্বরে প্রবেশ করল এই প্রশ্ন কিছু সচেতন নাগরিকের।

সমস্যা থেকে গেল রঘুনাথগঞ্জের (১ম পৃষ্ঠার পর)

(নং ডি এস (এ) এস ডি/৪৩৭৪০/(১৪) রেকগ/৯৮, তাং ১৫-১০-৯৮) সূত্রে জানা যায়। তবে কাউন্সিল এই মুহূর্তে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ইংরাজীর উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগেরও নির্দেশ পাঠিয়েছে মাদ্রাসাকে। মাদ্রাসায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম চালু হলে জঙ্গীপুর হাই স্কুলের উপর ছাত্রছাত্রীর চাপ কিছুটা কমবে। তবে রঘুনাথগঞ্জ পারের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য মাধ্যমিকের পরে গঙ্গা পেরিয়ে জঙ্গীপুরে অথবা বাড়ালায় যাওয়ার দুর্দশা ঘুচলো না। কারণ রঘুনাথগঞ্জ গার্লসে উচ্চ মাধ্যমিকে কেবলমাত্র কলা শাখা চালু আছে। তাতেও আবার পছন্দমতো বিষয় নেওয়া যায় না। এছাড়া সেখানে ঐচ্ছিক বিষয় বলেও কিছু নাই। রঘুনাথগঞ্জ বয়েজে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে শিক্ষিকা নিয়োগ হলেও সেখানে কোএডুকেশন চালু হয়নি। অথচ মহকুমার সব উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলেই কোএডুকেশন চালু আছে। এ ব্যাপারে অন্যান্য স্কুলের শিক্ষক এবং অভিভাবকরা রঘুনাথগঞ্জ স্কুল কর্তৃপক্ষের তৎপরতার অভাবকেই দায়ী করেন। এছাড়া সেখানে এখন পর্যন্ত বাণিজ্য শাখাও চালু হয়নি। রঘুনাথগঞ্জ গার্লসে পূর্বে উচ্চ মাধ্যমিকে (এগারো ক্লাস যখন ছিল) বিজ্ঞান শাখা চালু ছিল। তাই জঙ্গীপুর পারের মেয়েদের উচ্চ শিক্ষাক্রমে কোন বাধা না থাকলেও রঘুনাথগঞ্জ পারের মেয়েদের তা থেকেই গেল। বর্ষায় বা দুর্যোগের দিনে অভিভাবকদের জঙ্গীপুর পারে মেয়ে পাঠিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান কবে হবে তার সদুত্তর কেউ দিতে পারছে না।

টেণ্ডার নোটিশ

স্মারক সংখ্যা ১৭৯/১(৩) আই সি ডি এস/সুতী-১ তাং ৫/১১/৯৮

সুতী ১নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের শিশু খাদ্য গুদামজাতকরণ, সরবরাহকারী এবং গুড় সরবরাহকারী নিয়োগ করা হইবে। বিশদ বিবরণের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

পার্থসারথি বসু
শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প আধিকারিক
সুতী-১ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
আহিরণ, মুর্শিদাবাদ

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত
অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)
প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক— ডাঃ সাহা
ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)
এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।
হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিণ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।
বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত,মুদ্রিত ও প্রকাশিত।